হৃদয়ে লাল সবুজ

আমাদের সূর্যোদয়

বর্ষ ৩ ঃ সংখ্যা-১৯১ ঃ মেহেরপুর-রোববার ২০ জুলাই ২০২৫ ইং ঃ ৫ শ্রাবণ ১৪৩২ বাংলা ঃ পৃষ্ঠা-০৪ মূল্য-৪.০০ টাকা

কলকাতায় জয়ার দুই সিনেমা, কাজ কমিয়ে দিতে চান অভিনেত্রী -পৃষ্ঠা-৩

২০ জুলাই : দেশজুড়ে কারফিউ জারি ও সেনা টহল জোরদার সংঘর্ষে নিহত ৩৭

নিজস্ব প্রতিবেদক

কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের টানা দুই দিনের 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সহিংসতা ও প্রাণহানির পর ২০২৪ সালের ২০ জুলাই (শনিবার) দেশজুড়ে কারফিউ জারি ও সেনাবাহিনীর টহল জোরদার করা হয়।

প্রথম দফায় ১৯ জুলাই (শুক্রবার) দিবাগত রাত ১২টা থেকে ২০ জুলাই (শনিবার) দুপুর ১২টা পর্যন্ত কারফিউ চলে। মাঝে দুই ঘণ্টার বিরতি দিয়ে বেলা ২টা থেকে আবার কারফিউ শুরু হয়। ২১ জুলাই (রোববার) বেলা তিনটা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকবে বলে জানানো হয়।

এছাড়া ২১ ও ২২ জুলাই সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ,

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মুজিবনগরের নাম মুক্তিনগর করা হোক

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার

নিজেস্ব প্রতিবেদক

৭১ ও ২৪ দুটোই মুক্তির চেতনা বলে মন্তব্য করেছে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। তিনি শনিবার (১৯ জুলাই) দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে সরকারী কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন। তিনি বলেন,"সব যুদ্ধকে ৭১ কিংবা ৬৫'র মত ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের মত মনে করা যাবে না। তবে সব যুদ্ধই মুক্তির। এখনকার যুদ্ধে কম মানুষ প্রান হারায় কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়। ২৪ সালের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি পক্ষ পরাজিত হয়েছে। সেই পক্ষটি মাফিয়া ফ্যাসিস্ট। মাফিয়া ফ্যাসিস্ট জনগনের কাছে পরাজিত হয়েছে। তৎকালিন মাফিয়া ফ্যাসিস্ট সরকার সমস্ত আইনশৃংখলা রক্ষা বাহিনীকে কব্জায় নিয়ে তাদের জনগনের উপর লেলিয়ে দিয়েছিলো। যারা ২৪ সালের গনহত্যার সাথে জড়িত ছিলো বা পৃষ্টপোশকতা কিংবা মদদ দিয়েছিলো তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থ্য গ্রহন করাটাই এখন হবে নিরপেক্ষতা সঙ্গা।" তিনি আরো বলেন, আগে আমরা ততটুকু অধিকার পেতাম যতটুকু আমাদের উপর দয়া করে দেয়া হতো। তখন আমার অধিকার অন্যজন নির্ধারন করে দিত। এভাবে মানুষজন জিম্মিদশায় ছিলো। এমন এক শাসক গোষ্ঠি আমাদের উপর ছিলো তারা শুধু অধিকারই কেড়ে নেইনি নানা রকম নির্যাতন নিপিড়ন করেছিলো। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন, ৬৫-৬৭-৬৯-৭১ সহ স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা এবং পরবর্তী প্রতিটি সংগ্রাম আন্দোলনই ছিল মুক্তির আন্দোলন। অত্যাচার, পরাধীনতা, অনাচার থেকে মুক্তি। একান থেকেই মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ না হলে স্বাধীন ভুখন্ড পেতাম না। মুক্তিযুক্ত ছিলো মুক্তির চেতনায় পাকিস্থনিদের থেকে মুক্তি পাওয়া। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্জন এটা চাইলেই কেউ খাটো করতে পারবে না। সেই মহান মুক্তির অর্জন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা ভবেরপাড়া থেকে প্রথম আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিলো। ৭১ এর ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকারের গঠন হয়েছিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়। অথচ- সেই জায়গার নাম দেওয়া হলো মুজিবনগর। এদেশের জনগনের মুক্তি সংগ্রাম আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অস্বিকার করার কোন সুযোগ নেই। তবে শেখ মুজিবর রহমান যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং পরে কোনদিন মুজিবনগরে আসেননি। তার সাথে মুজিবনগরের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে মুজিবনগরের নাম মুক্তিনগর বা মুক্তিপুর হতো

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

জনগণের সঙ্গে চিকিৎসায় প্রতারণার অভিযোগ ডাঃ বেলাল হোসেন সুমনের বিরুদ্ধে

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুর জেলার মেডিকেয়ার নামে একটি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক ও চেম্বার চিকিৎসক ডাঃ বেলাল হোসেন সুমনের বিরুদ্ধে চিকিৎসা অনিয়ম, ভুয়া ডিগ্রি ব্যবহার এবং স্টেরয়েড ইনজেকশন অতিরিক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে রোগীদের প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডাঃ সুমন তাঁর ব্যবস্থাপত্রে এমবিবিএস ছাড়াও কিছু অস্বীকৃত ও বিভ্রান্তিকর ডিগ্রি উল্লেখ করে থাকেন। যেগুলো বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) স্বীকৃত নয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, এ ধরনের ভুয়া ডিগ্রি ব্যবহারে রোগী বিভ্রান্ত হন এবং এটি প্রতারণার শামিল। এছাড়া রোগীদের অভিযোগ, তিনি একাধিক রোগীর ক্ষেত্রে একই ধরনের ওষুধ, বিশেষত স্টেরয়েড জাতীয় ইনজেকশন যেমন ট্রায়ালন, ট্রিমকট, ডিপ্লাকর্ট ৬/২৪ এমজি, কর্টিফ্লো ৬/২৪ এমজি প্রয়োগ করে থাকেন। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের স্টেরয়েড ইনজেকশন শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য। তবে এগুলো যদি নিয়মিত বা অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়, তবে কিডনি, লিভার, হৃদযন্ত্র ও ইমিউন সিস্টেম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ৫৫ বছর বয়সী শ্যামপুর এলাকার সামিনা খাতুন বলেন, "আমি প্রতি সপ্তাহে যাই, উনি একটা ট্রায়ালন ইনজেকশন দেন। কয়েকদিন ভালো

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে সাহসের স্মৃতি: শিল্পের ভাষায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরে গত বছরের ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মরণে গ্রাফিতি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে গতকাল শনিবার (১৯ জুলাই) দিনব্যাপী এই আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। প্রতিযোগিতায় মেহেরপুরের বিভিন্ন

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

ফ্যাসিবাদের পর দুর্নীতির বিরুদ্ধেও লড়াই হবে- জামায়াত আমির

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

"একটা লড়াই হয়েছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, আরেকটা লড়াই হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে"ড় এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শনিবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতে ইসলামীর জাতীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। সমাবেশে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "আগামীর বাংলাদেশে আরেকটা লড়াই হবে। একটা লড়াই হয়েছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। আরেকটা লড়াই হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সেই

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

সবুজ মেহেরপুর গড়তে 'কাম ফর হিউম্যানিটি'র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মেহেরপুর প্রতিনিধি

সবুজ পরিবেশ গঠনে সমাজসেবামূলক সংগঠন 'কাম ফর হিউম্যানিটি' মেহেরপুর জেলায় ৩০ হাজার গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে শনিবার (১৯ জুলাই) গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের নিত্যানন্দপুর গ্রামে দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

দ্রুত নির্বাচন দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করুন- মির্জা ফখরুল

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ক্রমবর্ধমান জটিল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দ্রুত জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান সংকট নিরসনে অবিলম্বে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। শনিবার (১৯ জুলাই) রাজধানীর জাতীয় প্রেস

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

এসএসসি কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনায় মুখর স্কুল প্রাঙ্গণ

গাংনী প্রতিনিধি

এসএসসি ২০২৫-এ গৌরবজনক সাফল্য অর্জন করেছে গাংনী প্রি-ক্যাডেট এন্ড হাইস্কুল। ৪৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪০ জন উত্তীর্ণ এবং ১৬ জন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ পেয়ে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করে। এই কৃতিত্বপূর্ণ অর্জনের জন্য গতকাল শনিবার (১৯ জুলাই) সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এক উৎসবমুখর সংবর্ধনা

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্যদের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুরে অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্যদের ত্রৈমাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৯ জুলাই) মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের অস্থায়ী কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার (অব.) মিনারুল ইসলাম। শুরুতেই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী শহিদ সেনা সদস্যদের স্মরণে

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

মেহেরপুরে গণঅভ্যুত্থান স্মরণে ছাত্রদলের দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদক

জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও মুজিবনগর সরকারি কলেজে পৃথকভাবে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই কর্মসূচির আয়োজন করে দুই কলেজের ছাত্রদল। আয়োজকরা জানান, শহীদদের স্মরণ, আহতদের প্রতি সহমর্মিতা, ইতিহাসের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং গণআন্দোলনের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মাঝে

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

খোলা চিঠি

.প্রিয় পৌরবাসী, আসসালামু আলাইকুম। গভীর উদ্বেগ ও বিচলিত হয়ে আপনাদের অবগত করতে আজকের খোলা চিঠি। একজন সাধারণ পৌর নাগরিক হিসেবে আমি মনে করেছি এটা আমার দায়িত্ব। শহরের কলেজ মোড়ের পোস্ট অফিস ও তুলা ভবনের ঠিক সামনে রাতারাতি কিছু দোকান ঘর নির্মাণ হয়েছে। আইনবহির্ভূত এই নির্মাণ কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন শহরের ০১ ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোহা. মহাব্বত আলী। তিনি নির্মাণাধীন জমিটি নিজের পৈতৃক সম্পত্তি দাবি করে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করেন। তৎকালীন জেলা জজ আব্দুল হাই মহোদয় উক্ত সম্পত্তিটি পৌরসভার মর্মে রায় প্রদান করেন। জনাব মহাব্বত আলী রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে আপিল করেন। বর্তমানে এখনো আদালতে মামলা চলমান। আদালত থেকে নিস্পত্তি না হওয়ার পরও মহাব্বত আলী পৌরসভার কাছে দ্বিতীয় তলা মার্কেট নির্মাণের অনুমতি চেয়েছিলেন। সাবেক মেয়র রিটন অনুমতি দিয়েছেন আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এবং অনুমতি দিয়ে তিনি পৌরবাসীকে অমর্যাদা ও অসম্মানিত করেছেন। আদালত থেকে নিস্পত্তি না হওয়ার পরেও তিনি পৌর সম্পত্তি ব্যক্তি স্বার্থে ভুয়া মালিক সাজা মহাব্বত আলীকে মার্কেট নির্মাণ করতে দিলেন। পৌরবাসীর প্রতি ন্যূনতম সম্মান, দায়িত্ববোধ কিংবা জবাবদিহিতার প্রশ্ন থাকলে আজ মহাব্বতের মতো মানুষ পৌরবাসীর সম্পত্তি জুলুম করতে সাহস পেত না। আইনের শাসন থাকলেও আইনকে মুঠোবন্দি করে রাখা মানুষগুলো যখন সাধারণ নাগরিকের সেবক সাজেন, তখন এমন সব ঘটনা দৃশ্যমান হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। সরেজমিনে স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায়, ঘরগুলো নির্মাণে বেশি সময় ব্যয় হয়েছে ছুটির দিন এবং রাতে। দিনের আলোতে মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে তৈরি হওয়া ঘরগুলো নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও পৌরসভার প্রতি নিন্দা থাকলেও, উক্ত ঘর নির্মাণে মেয়রের ভূমিকা এবং মহাব্বত আলীর তার ঘনিষ্ঠজন হওয়ায় প্রকাশ্যে থাকায় মুখ বন্ধ রাখতে হয়েছে তাদের। দেশের পট পরিবর্তনের পর অনেককেই এখন প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে দেখা যাচ্ছে। এবং জনমুখে দাবি উঠছে, নির্মাণাধীন ঘর ভাঙতে অনশন কর্মসূচি কিংবা পৌরসভা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হবে। আমরা অনুসন্ধানে জানতে পারি ১৩ ফুট প্রশস্ত জমিতে সামনে ৫ ফুট এবং বাকি তিন দিকে ৩ ফুট করে বাদ দিয়ে ঘর নির্মাণের অনুমতি দেয় পৌরসভা। মহাব্বত আলী সাবেক মেয়রের দাপটে চারদিকে মাত্র ৬ ইঞ্চি জায়গা বাদ দিয়ে ঘর নির্মাণ চলমান রাখেন। পৌরসভায় প্রশাসক নিয়োগের পর থেকে শক্ত অবস্থানে যায় পৌরসভা; আইনবহির্ভূত হওয়ায় নির্মাণাধীন ঘরগুলো ভেঙে ফেলতে মৌখিক ও লিখিত চিঠির মাধ্যমে মহাব্বত আলীকে অবগত করে আসছেন। এমনকি পৌরসভার আইন উপদেষ্টা লিখিতভাবে জানিয়েছেনভ্রনির্মাণকৃত মার্কেট পৌর কর্তৃপক্ষ ভেঙে দিলে আইনগত কোনো বাধা থাকবে না। তবুও নির্মাণকৃত মার্কেট কেন ভাঙা হচ্ছে না, তা আমাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাইড়এই চিঠি প্রাপ্তির দশ দিন অতিবাহিত হলে আমরা শত শত পৌরবাসীকে সাথে নিয়ে পৌর সম্পত্তি রক্ষায় আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করবো। আমরা জানি, বর্তমান প্রশাসক একজন দায়িত্বশীল, সৎ এবং নাগরিক সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। প্রতিনিয়ত নাগরিকদের নানামুখী সমস্যার সমাধানে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। আমরা সাধারণ নাগরিক হিসেবে সম্মানিত প্রশাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইড়কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রভাবে আপনি এই সম্পত্তি কাউকে কুক্ষিগত করতে দেবেন না। আদালত থেকে সম্পূর্ণ নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সম্পদ পৌরবাসীর। এবং পৌরবাসীর এই আমানত রক্ষায় আপনার পাশে আমরা সর্বদা আছি। আপনি বর্তমানে আমাদের অভিভাবক। আপনি সদয় দৃষ্টি দিলে পৌরবাসী অবশ্যই আপনার প্রতি আজন্ম কৃতজ্ঞ থাকবে। শহরের বুকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আপনার নাম। গণমাধ্যমে যুক্ত থাকা সকলকে অনুরোধ করবোড়কলেজ মোড়ের নির্মিত মার্কেট নিয়ে আপনারা লিখুন। আমার কথায় বিশ্বাস না করে সঠিক তদন্ত করুন। আপনারা জাতির বিবেকড়আপনাদের কলমের শক্তি অনেক বেশি। আমি লিখে কতদূর যেতে পারবো জানি না, তবে আমি বিশ্বাস করিড়আপনাদের লেখা শহর ছুঁয়ে দেশ ছুঁয়ে পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৌঁছাতে সময় লাগবে না। আপনাদের প্রতিও অকুণ্ঠ আবেদনড়পৌরবাসীর সাথে হওয়া এই অন্যায়ের প্রতিবাদে যুক্ত হোন। হে আগামী প্রজন্ম আজ যে পৌরসভার সম্পত্তি দখলের পথে, তা তোমাদের। তোমাদের অধিকার ফিরে নিতে কথা বলো, প্রতিবাদ জানাও। তোমাদের সম্মিলিত ঐক্য কখনো পরাজিত হবে না, হবে না, হবে না। সম্মানিত প্রশাসক, আপনার কাছে আমাদের চাওয়ার শেষ নেই। অনেকটা নিজের আপন মানুষের কাছে যেমন মানুষ প্রতি মুহূর্তে আবদার করে, ঠিক তেমনই আপনি আমাদের কাছেও আপন, কাছের মানুষ। তাই আপনার কাছে কলেজ মোড়বাসীর চাওয়াড়মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ফোরলেন রাস্তার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। আশা করবো, নির্মিত মার্কেটটি ভেঙে ওয়াপদা মোড়ের ন্যায় কলেজ মোড়কেও সৌন্দর্যের আবরণে প্রস্ফুটিত করে তুলবেন। ইনশাআল্লাহ, বিজয় পৌরবাসীর হবেই হবে।

আহ্বানে
মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মিতু
সাবেক মেয়র, মেহেরপুর পৌরসভা

অনুবাক্য
মামুনুর রশিদ মামুন

খবর: (লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব হাসপাতালে উত্তেজনা রোগীর মৃত্যু)

হাতের রড খুলতে গিয়ে
জীবন নিলি কেড়ে
রোগী মরল ঘন্টা আগে
ডাক্তার জানলো অনেক পরে।
হাসপাতালে ডাক্তার নেই
দালাল নিল ল্যাবে
৪০ হাজারে করল চুক্তি
একটু কম না নিবে।
এইভাবে চলতে থাকলে
জীবন নিয়ে খেলা
ক্লিনিক গুলার অবকাঠামো
আছে জটিলতা।
দেখবে কি আর জানবে কে
খোঁজ নেবার কেউ নাই
মানুষ তারা মেরে ফেললে
টাকাই মিটে যায়।

গাংনীতে বামন্দী বাজারে কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ছুটির দাবিতে সমাবেশ

বামন্দি প্রতিনিধি

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দী বাজারে সাপ্তাহিক একদিন ছুটির দাবিতে সমাবেশ করেছেন দোকান কর্মচারীরা। শনিবার (১৯ জুলাই) সন্ধ্যায় বাজারের সবজি হাট এলাকায় 'বামন্দী বাজারের সকল শ্রমজীবী' ব্যানারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বামন্দী ইউনিয়ন

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলি চালানো মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন: এইচআরএফবি

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

গোপালগঞ্জে একটি রাজনৈতিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সহিংসতায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রকাশ্যে গুলি চালানোর সিদ্ধান্তকে "মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)। ঘটনায় পাঁচজন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সংগঠনটি এ মন্তব্য করে। শনিবার এক বিবৃতিতে এইচআরএফবি জানিয়েছে, "জনসমক্ষে গুলি চালিয়ে

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

হৃদয়ে লাল সবুজ

আমাদের সূর্যোদয়

ঢাকা ॥ রোববার ॥ ৫ শ্রাবণ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২০ জুলাই ২০২৫ইং

নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার কোনো সুযোগ নেই- প্রেস সচিব শফিকুল আলম

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলমান নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই আশ্বস্ত করলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেনড়নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের অনিশ্চয়তা নেই। নির্বাচন নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে এবং সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। শনিবার (১৯ জুলাই) কুমিল্লার বার্ডে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, "নির্বাচনের বিষয়ে বিভ্রান্তি বা ধোঁয়াশা ছড়ানোর কিছু নেই। চিফ অ্যাডভাইজর (প্রধান উপদেষ্টা) যেদিন নির্বাচনের তারিখ বলেছেন, সেদিনই নির্বাচন হবে। একদিনও পিছিয়ে যাবে না। বরং অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এবার একটি ভালো নির্বাচন হবে।" প্রেস সচিব আরও বলেন, "নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ দরকার, তা নিশ্চিত করা হবে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড গড়ে তোলা হবে। দেশের মানুষ শিগগিরই নির্বাচন ঘিরে স্পষ্ট পরিবর্তন ও প্রস্তুতির চিত্র দেখতে পাবেন। বর্ষা শেষ হলেই সারা দেশে নির্বাচনী আমেজ ছড়িয়ে পড়বে।" সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম জানান, "বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা চলছে। সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মতবিনিময় করছেন। এমন একটি পদ্ধতি বাস্তবায়নে বিশ্বের অনেক দেশে সময় লাগে। বাংলাদেশেও ধাপে ধাপে সেই আলোচনার ভিত্তিতেই অগ্রগতি হবে।" সাম্প্রতিক কিছু চাঞ্চল্যকর অপরাধমূলক ঘটনার বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "এই সব ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হয়েছে। ধর্ষণের মতো স্পর্শকাতর অপরাধের বিচার দ্রুত শেষ করতে আইন সংশোধন করা হয়েছে, এবং বিচার কার্যক্রমও দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে।"

গোপালগঞ্জে সংঘটিত সহিংসতার বিষয়ে প্রেস সচিব বলেন, "গোপালগঞ্জ বাংলাদেশেরই একটি জেলা। এ দেশের প্রতিটি অঞ্চলের জনগণই রাষ্ট্রের সমান অধিকারভুক্ত নাগরিক। সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো পরিস্থিতি দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে।" জুলাই মাসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শফিকুল আলম বলেন, "আমি জুলাইয়ের একজন স্বাক্ষী। এই জুলাই

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

স্বাস্থ্য

গরমে শরীর সুস্থ রাখবে যেসব ফল

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা রাখতে এবং হিটস্ট্রোক থেকে বাঁচতে খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এমন কিছু ফল রয়েছে, যেগুলো শুধু শরীর ঠাণ্ডা রাখে না, বরং হজমেও সাহায্য করে। এছাড়া ত্বককেও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে। নিচে রইল এমন ৭টি সেরা ফলের তালিকা, যেগুলো গরমে শরীরের প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। আম : গরমে কাঁচা আম হিটস্ট্রোক থেকে যেমন রক্ষা করে, তেমনি পাকা আম শরীরের এনার্জি লেভেল বাড়ায়। তবে এই ফল ডায়াবেটিক রোগীদের পরিমাণমতো খাওয়া উচিত। আনারস : এতে থাকা ব্রোমেলিন শরীরের ফ্লেম ও ইনফ্লেমেশন কমায় এবং ঠাণ্ডা প্রভাব ফেলে। তবে এই ফল গর্ভবতী নারীদের খুব বেশি না খাওয়াই ভালো। নারকেল : প্রাকৃতিক ইলেকট্রোলাইট সমৃদ্ধ নারকেল পানি শরীর ঠাণ্ডা রাখে এবং তৃষ্ণা মেটায়। প্রতিদিন একটানা খেলেও কোনো সমস্যা নেই। জামরুল : শরীরের অতিরিক্ত তাপ দূর করতে সাহায্য করে জামরুল। ত্বকে ব্রণের সমস্যা কমে এবং শরীরে জলীয় ভারসাম্য বজায় রাখে। শিশু থেকে বয়স্ক সবার জন্য উপযুক্ত এই ফল। তরমুজ : তরমুজ ৯২% পানিযুক্ত, যা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে এবং হাইড্রেশন বজায় রাখে। এতে থাকা লাইকোপেন ত্বকের জন্যও উপকারী। ডায়াবেটিস ছাড়া বাকি সবার জন্য নিরাপদ। খরমুজ : পটাশিয়াম, পানি ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই ফল হজমে সহায়তা করে এবং ঘামের মাধ্যমে হারানো মিনারেল ফিরিয়ে আনে। অতিরিক্ত খেলেও কোনো

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় 'এক শহিদ, এক বৃক্ষ' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৯ জুলাই ২০২৫ শনিবার, চুয়াডাঙ্গায় জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে শহিদদের স্মরণে 'এক শহিদ, এক বৃক্ষ' কর্মসূচি পালন করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাহিত্য মঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় দুটি কৃষ্ণচূড়া চারা রোপণ করা হয়।

শহিদ মো. শাহারিয়ারের পিতা এবং শহিদ মো. মাসুদ রানার সহধর্মিণী ও সন্তানরা নিজ হাতে চারা রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সামাজিক বন বিভাগের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও সংবাদকর্মীরা। বৃক্ষরোপণের পরে শহিদদের

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

ইমরান খানকে 'ডেথ সেলে' বন্দি করে রাখা হয়েছে,

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর চেয়ারম্যান ইমরান খানকে 'ডেথ সেলে' বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে তার দল। দলটির অভিযোগ, শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই সরকার তার সঙ্গে অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) রাতে পাকিস্তানি ইংরেজি দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রিবিউন-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পিটিআইয়ের কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব শেখ ওয়াকাস আকরাম এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন, ইমরান খানকে দিনে ২২ ঘণ্টা একাকী একটি ছোট কক্ষে আটকে রাখা হচ্ছে। সেখানে তাকে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, এমনকি বইপত্র পড়ার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। সর্বোপরি,

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

শিক্ষার্থী মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে উত্তাল ইবি ক্যাম্পাস

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) পুকুর থেকে আল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাজিদ আবদুল্লাহর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, সাঁতার জানা সত্ত্বেও সাজিদের পানিতে ডুবে মৃত্যু রহস্যজনক। এ মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিচারের দাবিতে শনিবার দিনভর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে শিক্ষার্থীরা। শনিবার (১৯ জুলাই) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে গায়েবানা জানাজা শেষে প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। তারা 'ভুয়া ভুয়া প্রশাসন', 'নিরাপদ ক্যাম্পাস চাই', 'সাজিদের মৃত্যু রহস্য উন্মোচন কর' ইত্যাদি স্লোগান দেন। বিক্ষুব্ধ

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন

অনিশ্চয়তায় এশিয়া কাপ ঢাকায় আসতে চায় না ভারত, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ঘিরে ব্যাপক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক টানাপড়েনের কারণে সভাটিতে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও ওমান। ফলে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে এশিয়া কাপের আয়োজনও। আগামী ২৪ জুলাই ঢাকায় এসিসির এই গুরুত্বপূর্ণ সভা হওয়ার কথা। তবে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ইতোমধ্যেই সভায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। ভারতের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানায়, বিসিসিআই তাদের সিদ্ধান্ত এসিসি সভাপতি মহসিন নাকভিকে অবহিত করেছে। ভারতের এক বোর্ড কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

প্রয়োজনে লাশ উত্তোলন করে গোপালগঞ্জে নিহতদের ময়নাতদন্ত হবে- স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে নিহত পাঁচজনের লাশ প্রয়োজনে কবর থেকে উত্তোলন করে ময়নাতদন্ত করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। শনিবার (১৯ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "নিহতদের স্বজনরা লাশের ময়নাতদন্তে আগ্রহী ছিলেন না, তাই সেটি করা হয়নি। তবে যদি সরকার মনে করে, প্রয়োজনে কবর থেকে লাশ উত্তোলন করে ময়নাতদন্ত করা হবে।" তিনি আরও বলেন, "গোপালগঞ্জের ঘটনার কিছুই গোপন

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

'আমার ফোনে আর ছেলের কল আসে না, কোনদিন আসবেও না'

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

প্রকৌশলী শাহরিয়ার শুভ তার বাবাকে বলেছিলেন 'আব্বা আর দুটো বছর। এরপর তোমাকে আর কাজ করা লাগবে না। তখন তুমি আর মা বসে বসে শুধু খাবা। আমরা সব তোমাকে পাঠাব।' সংসার নিয়ে শাহরিয়ার শুভ'র পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু জানা ছিল না, দুটো বছর আর তার ভাগ্যে নেই। গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তিনি।

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই রাজধানীর মিরপুর এলাকায় ৭ মাস বয়সি শিশুপুত্র মোস্তাফিজ শাহরিয়ার মুইনের জন্য দুধ কিনতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন শাহরিয়ার শুভ। ২৩ জুলাই ঢাকায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ)

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

সিংহাসন খোয়ালো রংপুর, গ্লোবাল সুপার লিগের নতুন চ্যাম্পিয়ন গায়ানা

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

রংপুর রাইডার্সের শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। গ্লোবাল সুপার লিগের এবারের আসরে নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গায়ানা অ্যামাজন। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে শক্তিশালী পারফরম্যান্সে নুরুল হাসান সোহানের দলকে ৩২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো গৌরব অর্জন করেছে গায়ানার ক্রিকেটাররা। ফাইনালে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দুর্দান্ত সূচনা পায় গায়ানা। ওপেনার এভিন লুইস শুরুতেই ফিরলেও, দ্বিতীয় উইকেটে জনসন চার্লস ও রহমানউল্লাহ গুরবাজ গড়েন ১৪২ রানের বিশাল জুটি। চার্লস করেন ৪৮ বলে ৬৭ রান, এরপর রিটায়ার্ড আউট হয়ে মাঠ ছাড়েন। গুরবাজ ৩৮ বলে ৬৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। শেষ দিকে শেরফান রাদারফোর্ড ও রোমারিও শেফার্ডের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে আরও শক্ত ভিত্তি পায় গায়ানা। শেফার্ড ৯ বলে ২৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে দলটির সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৯৬/৪। রংপুরের হয়ে বল হাতে সাফল্য পান খালেদ আহমেদ, তাবরিজ শামসি ও ইফতেখার আহমেদপ্রত্যেকে একটি করে উইকেট নেন। ১৯৭ রানের বিশাল

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

নিজামুদ্দিনের তাবলিগ জামাত থেকে করোনা ছড়ায়নি- দিল্লি হাইকোর্ট

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

২০২০ সালের মার্চে নিজামুদ্দিন মারকাজে অনুষ্ঠিত তাবলিগ জামাত থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাস ছড়িয়েছেড় এই অভিযোগ নাকচ

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে পাঁচটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত-ট্রাম্পের বিস্ফোরক দাবি

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশিয়ার দুই পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘাতে পাঁচটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছিল বলে দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে আয়োজিত এক নৈশভোজে ট্রাম্প এ তথ্য জানান। তার এই বক্তব্যের সূত্র ধরে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম রয়টার্স একটি প্রতিবেদন প্রকাশ

৩-এর পৃষ্ঠা দেখুন

শর্মা ফুড প্লাজা
বাদল ফেন্সি মার্কেট, প্রধানসড়ক, মেহেরপুর।
মোবাইল : ০১৩০৯- ৯১৯১৩৩

অ্যাপিটাজার, স্যান্ডউইস , বার্গার, সসেজ, চাউমিন এন্ড নুডলস, স্পেশাল ডাম্পলিংস. ফ্রাই বক্স , মিট বক্স এড, পান্তা, সালাদ , ফ্যামেলি প্যাক, পিজা, ডিসার্ট আইটেম, নাসোজ. শর্মা রোল,

ফ্যামলি প্যাকেজস,সেট মেনু, শেক, মোজিটা , কোল্ড এন্ড কফি, কম্বো, রাইস বল আইটেম, বিরানি নান গ্রীল, ছাড়াও এখানে সব ধরনের কাচ্ছি পাওয়া যায়।

এখানে মনোরম পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, জন্মদিনের পার্টি ও বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিশেষ সুবিধা আছে।

প্রযুক্তি

অ্যান্ড্রয়েড ও ক্রোমওএস একীভূত করছে গুগল

সূর্যোদয় প্রতিবেদন

স্মার্টফোন ও ল্যাপটপের জন্য তৈরি অ্যান্ড্রয়েড ও ক্রোমওএস অপারেটিং সিস্টেম একীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গুগল। প্রযুক্তি বিশ্বে দীর্ঘদিন ধরে চলা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের ধারণা, গুগলের এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে স্মার্টফোন ও কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবধান অনেকটাই কমে আসবে। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টেকরাডারে

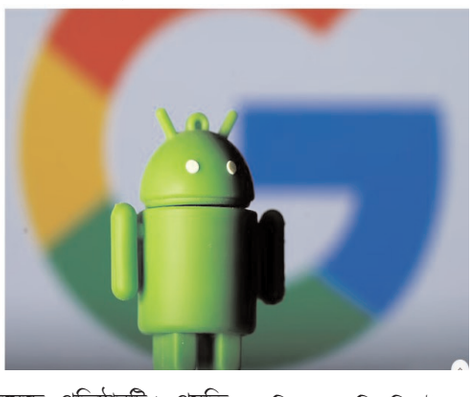

প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে গুগলের অ্যান্ড্রয়েড ইকোসিস্টেম বিভাগের প্রেসিডেন্ট সামীর সামাত বলেন, 'আমরা ক্রোমওএস ও অ্যান্ড্রয়েডকে একত্র করে একটি অভিন্ন মাধ্যম তৈরির পরিকল্পনা করছি।' তবে এ পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বা ঠিক কীভাবে দুটি অপারেটিং সিস্টেম একীভূত হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানাননি তিনি। গুগলের তৈরি ক্রোমওএস অপারেটিং সিস্টেম মূলত ক্রোমবুক ল্যাপটপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মায়ের হাসি ক্লিনিক
ও নিউ হেলথ্ কেয়ার ল্যাব
মোতাছিম বিল্লাহ মতু'র বাসা, কাশারীপাড়া, মেহেরপুর
পরীক্ষাসমূহ ই.সি.জি (কম্পিউটারাইজড) এক্স-রে আল্ট্রাসনোগ্রাফি হরমন এনালাইসিস সকল প্রকার প্যাথলজি পরীক্ষা মহিলা বিশেষজ্ঞ দ্বারা নরমাল ডেলিভারি, সিজারিয়ান ও সব ধরনের অপারেশন আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যত্নবান সেবা
সিরিয়ালের জন্য যোগাযোগ: রিসিপশন : ০১৩০৬-৯২৫৬২৫
মার্কেটিং - জসিম : ০১৭১৩-৯১২৫৫১ বাপ্পী : ০১৭১২-২১৪১৩১
নিয়মিত রোগী দেখেন
শিশুরোগ, শিশুপুষ্টি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ এম.র. মালিক
এমবিবিএস, ডিসিএইচ (আয়ারল্যান্ড) এমএসসি (পুষ্টি) ডিসিএম, সিসিডি, এমএসসি (সাইকো) এমপিএইচ,আইপিপিএস (অষ্ট্রেলিয়া) সিসিড, পিজিপিএন বোস্টন ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)এফআরএসএম (লন্ডন) এফআরএসএইচ (লন্ডন), এমএএমএস (ভিয়েনা), সিপেড, বিসিএস (স্বাস্থ্য)ফেলো রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন (লন্ডন), রিসার্চ ফেলো-সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়া এসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান (এক্স) নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হসপিটাল
রোগী দেখেন : প্রতি রবিবার সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ২ টা।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ কানিজ নাঈমা
এম.বি.বি.এস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), ডিসিএইচ (শিশু) জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মেহেরপুর।
রোগী দেখেন: দুপুর ২ টা থেকে ৩ টা। (শুক্রবার ব্যাতিত)
প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসক সার্জন ও সনোলজিষ্ট
ডাঃ রুমানা হেলালী (জুসি)
এম.বি.বি.এস (ঢাকা), বিসিএস (এফ.পি), ডি.এম.ইউ ই ও সি (অবস্ এন্ড গাইনী), মেডিকেল অফিসার, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র,মেহেরপুর। গাইনী, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভবতী, প্রসূতী, কিশোরী ও স্ত্রী রোগের চিকিৎসা করেন।
মেডিকেল প্রাক্টিশনার ও মেডিসিন রোগে অভিজ্ঞ
ডাঃ মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন
এমবিবিএস(ডিইউ)
আবাসিক মেডিকেল অফিসার, মায়ের হাসি ক্লিনিক, প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখেন।
মেডিসিন, ডায়াবেটিস ও সনোলজিস্ট
ডাঃ এস.এম. আরাফাত আল আকাশ
এম.বি.বি.এস (ডি.ইউ), সিসিডি (বারডেম), পিজিটি (মেডিসিন), সি এম ইউ (আল্ট্রা) এইচ. এম. ও
রোগী দেখেন: প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল ১০ টা থেকে রাত্রি ৮ টা

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মাহবুবুল হক পোলেন। আবুল কাসেম অনুরাগী কর্তৃক স্টাডি হাউজ, মহিলা কলেজ রোড, গাংনী, মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত ও হাই কোয়ালিটি প্রিন্টার্স ২৯, স্যার ইকবাল রোড, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : প্রধান সড়ক, হোটেল বাজার মোড়, মেহেরপুর-৭১০০। মোবাইল : ০১৭১৪৯৩৮৬৪৭ ই-মেইল : surjonews@gmail .com

গরমে শরীর সুস্থ রাখবে যেসব ফল

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বেল : এটি পেট ঠাণ্ডা রাখে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং পেটের সংক্রমণ দূর করে। বেল কাঁচা না খেয়ে পাকা অবস্থায় খাওয়া উচিত।

নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার কোনো

বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এই মাসে আমরা পেয়েছি একটি 'গোল্ডেন জেনারেশন'। ১৯৭১ সালে অপারেশন সার্চলাইটের সময় ঢাকায় গণহত্যা হলেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ গণআন্দোলন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু আজকের তরুণরা সোচ্চার, সচেতন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচিত 'জুলাই সনদ' নিয়েও আশার কথা জানান তিনি। বলেন, "অন্যান্য দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, এমন জাতীয় সংলাপ ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো একাধিকবার আলোচনায় বসেছে, যা একটি ইতিবাচক দিক। আশা করি, অচিরেই 'জুলাই সনদ' বাস্তবায়নের ঘোষণা আসবে।" এদিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত টেডএক্স আয়োজনে বক্তব্য দেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। 'দ্য নেক্সট ওয়েভ' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কুবি উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ হায়দার আলী, জনপ্রিয় গায়ক আসিফ আকবর, চরকি'র প্রধান নির্বাহী রেদওয়ান রনি, লেখক ডেলএইচ খান, এসট্রো ফটোগ্রাফার জুবায়ের কাওলিন ও সংবাদ উপস্থাপক ফারাবি হাফিজ।

কুস্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় 'এক শহিদ,

আত্মার মাগফিরাত কামনায় মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের ত্যাগ স্মরণে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কুস্টিয়া : শনিবার (১৯জুলাই) সকাল ১১টার দিকে শহীদ আবরার ফাহাদ স্টেডিয়ামে অবস্থিত 'জুলাই শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ' প্রাঙ্গণে এই ব্যতিক্রমধর্মী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগ। কর্মসূচির শুরুতে ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই আন্দোলনে শহীদ ১৫ জন সাহসী সন্তানের স্মরণে ১৫টি গাছের চারা রোপণ করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান। প্রতিটি গাছে শহীদের নামের ফলক যুক্ত করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. রোকনুজ জামান, এনডিসি জাহিদ হাসান, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আফিয়া মাসুমা, কুষ্টিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. রেজাউল আলম, কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া অফিসার মো. তানভীর হোসেন, জেলা তথ্য অফিসার আমিনুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহসহ কুষ্টিয়া জেলা বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দফতরের কর্মকর্তা, '২৪ এর জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী যোদ্ধা, আহত যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যরা। গাছের চারা রোপন শেষে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক বক্তব্যে বলেন, জুলাই আন্দোলনের শহীদদের ত্যাগ জাতির ইতিহাসে অনন্তকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাদের স্মৃতিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, এটি একটি প্রতীকী পদক্ষেপ। একটি গাছ যেমন দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থাকে, ঠিক তেমনি শহীদদের আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় চেতনায় চিরভাসমান থাকবে।

'আমার ফোনে আর ছেলের কল

'চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। শাহরিয়ার শুভ (২৮) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শঙ্করচন্দ্র গ্রামের মণ্ডলপাড়ার আবু সাঈদ ও চম্পা খাতুনের মেজ ছেলে ছিলেন। এখন ছেলের স্মৃতি বুকে জড়িয়ে দিনরাত পার করেন চুয়াডাঙ্গার শহীদ শুভর বাবা-মা। সূত্রে জানা গেছে, শাহরিয়ার শুভ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ দাখিল মাদরাসা থেকে দাখিল পাস করেন। এরপর যশোর বিসিএমসি প্রযুক্তি ও প্রকৌশল কলেজ থেকে ডিপ্লোমা করেন। পরে ঢাকায় একটি বেসরকারি লিফট নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। জুলাই বিপ্লবে শহীদ শাহরিয়ার শুভরা তিন ভাইয়ের সবাই মেধাবী। বড় ভাই সাদ্দাম হোসেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আর ছোট ভাই সিয়াম হোসেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। ছোট ভাইয়ের লেখাপড়ার সমস্ত খরচ মেজ ভাই শুভই বহন করতেন। বছর কয়েক আগে আরেক প্রকৌশলী মাগুরার মেয়ে রাজিয়া খাতুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন শাহরিয়ার শুভ। তাদের ঘরে রয়েছে একমাত্র ছেলে মোস্তাফিজ শাহরিয়ার মুইন। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিবারের সবাই এখন উদ্বিগ্ন। শিশু মুইনের মা রাজিয়া খাতুনের চোখে মুখে এখন অন্ধকার। বাবাহারা সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবেন তা নিয়ে অনিশ্চিত জীবন অতিবাহিত করছেন তিনি। স্ত্রী রাজিয়া খাতুন চান, সরকার তাদের জন্য এমন কিছু করে দিক যেন তারা তার ওপর ভর করে চলতে পারে। শহীদ শুভ'র মা চম্পা খাতুন কেঁদে কেঁদে বলেন, এক বছর হতে চলল, আমার ফোনে ছেলের ফোন আসে না। কোন দিন আর আসবেও না। ছেলের মৃত্যুর আগের দিন মোবাইলে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। খুব শিগগিরই সরকারের পতন হবে এ জন্য দোয়া করতে বলেছিল সে। কিন্তু আমার ছেলে নিজেই শহীদ হয়ে যাবে তা কখনো ভাবিনি। অনেক কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করেছি। বিয়ে দিয়েছিলাম যোগ্য পাত্রী দেখে। যখনই সংসারে সুখের দেখা মিলল, তখনই শাহরিয়ারের মৃত্যু যেন সবকিছু এলোমেলো করে দিল। শহীদ শাহরিয়ার শুভর বাবা আবু সাঈদ বলেন, ছেলে আমাকে বলেছিল, আমি চাকরি পেলে তোমার আর কষ্ট করা লাগবে না। কে জানতো এই ছেলের মরদেহ কাঁধে নিতে হবে। একজন বাবা হিসেবে কতটা কষ্টের তা একজন বাবাই জানেন। ছেলেকে হারিয়ে আমরা যেমন বাকরুদ্ধ, ঠিক আমার আদরের নাতি অর্থাৎ শুভর একমাত্র সন্তানের জন্য আমাদের আরও কষ্ট হয়। ছোট থাকতেই বাবাকে হারালো। তিনি আরও বলেন, আমরা ছেলের নামে গ্রামের পার্শ্ববর্তী ডিঙ্গেদহ বাজারে একটি স্মৃতি ফলক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া তার নামে স্থানীয় একটি রাস্তার নামকরণ করার কথা ছিল। তা এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। আমি ডিঙ্গেদহ-শঙ্করচন্দ্র সড়কটি শহীদ শুভ সড়ক হিসেবে দাবি করছি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সাবেক আহ্বায়ক আসলাম হোসেন অর্ক বলেন, বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ পৃথিবীর সবচেয়ে ভারি জিনিস। জুলাই গণঅভ্যুত্থান যারা নিহত হয়েছে তারা জাতীয় বীর। তাদের পরিবারের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণ হওয়ার নয়, তবে রাষ্ট্র ও আমরা জনগণ তাদের সাম্মান জানাতে পারি। ইতোমধ্যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়েছে আগামীতে এককালীন অর্থ ও মাসিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি শহীদদের করব সংস্কার ও রাস্তার নাম করনের কাজ চলমান আছে।

সিংহাসন খোয়ালো রংপুর, গ্লোবাল

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে রংপুর রাইডার্স। মাত্র ২৯ রানের মধ্যেই সাজঘরে ফিরে যান তিন ব্যাটারড়ইব্রাহিম জাদরান (৫), সৌম্য সরকার (১৩) ও কাইল মায়ার্স (৫)। ফলে শুরুতেই বড় চাপে পড়ে সোহানরা। তবে মাঝখানে লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করেন সাইফ হাসান ও ইফতেখার আহমেদ। এই জুটিতে আসে ৭৩ রান। সাইফ ২৬ বলে ৪১ এবং ইফতেখার ২৯ বলে ৪৬ রান করেন। কিন্তু দুজনের বিদায়ের পর আবারও হোঁচট খায় রংপুর। শেষদিকে মাহিদুল ইসলাম অনিক কিছুটা চেষ্টা করেন, করেন ১৭ বলে ৩০ রান। কিন্তু তা কেবল হার কিছুটা সম্মানজনক করতেই যথেষ্ট ছিল। গায়ানার হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট তুলে নেন ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস। ইমরান তাহির ও গুদাকেশ মোতি পান দুটি করে উইকেট। শিরোপা জয়ের পর উল্লাসে মাতে গায়ানার ক্রিকেটাররা। ট্রফি হাতে তুলেই জানান দেন, এবার তারা এসেছে বড় কিছু করতেই। অন্যদিকে হতাশায় মাথা নিচু করে মাঠ ছাড়ে রংপুর রাইডার্স।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নয়। সাংবাদিকরা লাইভ সম্প্রচারে পুরো বিষয়টি জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। সবকিছু প্রকাশ্যেই ঘটেছে।" ঘটনার দায় কারড়এমন প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, ইতোমধ্যে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, "কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পরেই বোঝা যাবে প্রকৃত ঘটনা কী এবং এর পেছনে কারা জড়িত ছিল।" এ সময় তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল পরিদর্শন করেন এবং জানান, এটি পুরোপুরি চালু হলে যাত্রীসেবায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। তিনি বলেন, "টার্মিনালের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় প্রায় ৪০০ জন সদস্য থাকবে এবং মন্ত্রণালয় এর পূর্ণ বাস্তবায়নে প্রস্তুত রয়েছে।" উদ্বোধন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, "এটি সংশ্লিষ্ট অন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।"

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে পাঁচটি

করেছে। ট্রাম্প বলেন, "বিমানগুলোকে আকাশেই গুলি করে নামানো হয়েছিল। পাঁচটি চার কি পাঁচটি, তবে আমার মনে হয় প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়।" ঘটনার শুরু গত এপ্রিল মাসে। ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর অঞ্চলে এক ইসলামপন্থি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত পাকিস্তানের ভেতরে কথিত 'জঙ্গি আস্তানায়' বিমান হামলা চালায়। এরপরই শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা। এর জবাবে পাকিস্তানও পাল্টা হামলায় অংশ নেয়। উভয় দেশের বিমানবাহিনীর মধ্যে আকাশযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের দাবি, তারা আকাশযুদ্ধে ভারতের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। অন্যদিকে, ভারত দাবি করেছে, তারাও পাকিস্তানের কিছু যুদ্ধবিমান গুলি করে নামিয়েছে। তবে ইসলামাবাদ এ দাবি অস্বীকার করে বলেছে, তাদের কোনো বিমান ভূপাতিত হয়নি, যদিও কয়েকটি বিমানঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্বীকার করেছে। ঘটনার কয়েকদিন পর মে মাসে অস্ত্রবিরতির ঘোষণা আসে। এই অস্ত্রবিরতির পেছনে নিজেকে প্রধান ভূমিকার দাবিদার হিসেবে তুলে ধরেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক তৎপরতার ফলেই এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রথম ভারত-পাকিস্তান অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দেন তিনিই। তবে ভারতের পক্ষ থেকে এ দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, দুই দেশের পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতেই অস্ত্রবিরতির সিদ্ধান্ত হয়েছে, তৃতীয় কোনো পক্ষের মধ্যস্থতা ছিল না। বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্রাম্পের এ বক্তব্য আঞ্চলিক উত্তেজনাকে উসকে দিতে পারে। বিশেষ করে, যুদ্ধবিমান ভূপাতিতের মতো সংবেদনশীল ইস্যু নিয়ে এ ধরনের প্রকাশ্য মন্তব্য দু'দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে জটিল করে তুলতে পারে।

দিল্লি হাইকোর্ট

করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর দিল্লি পুলিশের দায়ের করা সব মামলা খারিজ করে দিয়ে আদালত জানিয়ে দিয়েছেন, জামাতে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণযোগ্য নয় এবং আইনত ভিত্তিহীন। বিচারপতি নীনা বনসল কৃষ্ণা তার রায়ে বলেন, "তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগ ধোপে টেকেনি। হঠাৎ করে লকডাউন ঘোষণার পর ওই অবস্থায় বিদেশি নাগরিকসহ সাধারণ মানুষ কোথায় যেতেন, কীভাবে যেতেন?" তিনি আরও বলেন, "তারা এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে গৃহবন্দী হয়ে পড়েছিলেন। মারকাজে অবস্থান করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না।" ২০২০ সালের মার্চে কেন্দ্রীয় সরকার আচমকা দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করলে, বহু বিদেশিসহ তাবলিগ জামাতে অংশ নেওয়া মানুষজন নিজামুদ্দিনে আটকা পড়ে যান। এরপর তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জি কিষেণ রেড্ডি পার্লামেন্টে দাবি করেন, দিল্লিতে করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে তাবলিগ জামাত থেকে। এরপর দিল্লি পুলিশ ৭০ জন ভারতীয় ও ১৯৫ জন বিদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে ১৬টি পৃথক এফআইআর দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, কোভিডবিধি লঙ্ঘন, এবং বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের নানা ধারা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। তবে বিচারপতি বলেন, "দিল্লি পুলিশ কোনোভাবেই এসব অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি।অভিযুক্তরা শুরু থেকেই নিজেদের নির্দোষ দাবি করে আসছিলেন। তারা বলেন, হঠাৎ লকডাউন ঘোষণার কারণে মারকাজ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আদালত অবশেষে সেই যুক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে, এই ঘটনায় তাবলিগ জামাতের অংশগ্রহণকারীদের দায়ী করা অনুচিত ছিল। তাবলিগ জামাত সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি এবং আইনজীবীরা আদালতের এই রায়কে "ন্যায়বিচারের জয়" হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাদের দাবি, ২০২০ সালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে দায়ী করে গুজব ছড়ানো হয়েছিল। ঘটনার সময় সামাজিক মাধ্যমে তাবলিগ জামাতকে ঘিরে ব্যাপক বিদ্বেষ ছড়ায়। অনেকেই পুরো মুসলিম সম্প্রদায়কে দোষারোপ করে প্রচারণা চালান। আদালতের রায় সেই প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অনিশ্চয়তায় এশিয়া কাপ

জানিয়েছে, "আমরা মহসিন নাকভিকে ভেন্যু পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। ঢাকায় সভা হলে বিসিসিআই তা বয়কট করবে। তখন এশিয়া কাপ আয়োজনই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।" ভারতের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং ওমানও ঢাকায় আসতে আগ্রহী নয় বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। এসব দেশের বোর্ডও সভা বর্জনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। মূলত, সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উদ্ভূত রাজনৈতিক বৈরিতা এবং কিছু কূটনৈতিক জটিলতা এই অবস্থার পেছনে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এসিসি সভাপতি মহসিন নাকভি ঢাকায় সভা আয়োজনের সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি ভেন্যু পরিবর্তনে প্রস্তুত নন বলে জানানো হয়েছে। তার মতে, সভার জন্য বাংলাদেশই উপযুক্ত স্থান এবং সিদ্ধান্তে অটল থাকাই সদস্য দেশের মর্যাদা রক্ষার অংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের নেতৃত্বে একাধিক দেশের এই বিরূপ অবস্থান শুধু এজিএম নয়, পুরো এশিয়া কাপের ভবিষ্যৎকেই হুমকির মুখে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় না পৌঁছালে এ বছরের এশিয়া কাপের আয়োজনই বাতিল হয়ে যেতে পারে।

কলকাতায় জয়ার দুই সিনেমা, কাজ কমিয়ে দিতে চান অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক

দুই বাংলাতেই একের পর এক ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের নজর কাড়ছেন জয়া আহসান। সম্প্রতি বাংলাদেশে ঈদুল আজহায় মুক্তি পেয়েছে তার দুটি সিনেমা 'তাণ্ডব' ও 'উৎসব'। এদিকে ওপার বাংলাতেও চলছে জয়াকে ঘিরে আলোচনা। গতকাল (১৮ জুলাই) সেখানে মুক্তি পেয়েছে অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী পরিচালিত 'ডিয়ার মা'। আর আগামী ১ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে আসছে তার আরও একটি সিনেমা 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই ব্যস্ততার মাঝেই জয়া জানালেন, কাজ কমিয়ে দিতে চান অভিনেত্রী; বছরে মাত্র একটি বা দুটি সিনেমায় অভিনয় করবেন। সম্প্রতি 'ডিয়ার মা' সিনেমার প্রচারে অংশ নিতে গিয়ে সন্দেশ ইউটিউব চ্যানেলের একটি পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন জয়া আহসান।

লম্বা সময়ের সেই পডকাস্টে নিজের প্রাথমিক জীবন থেকে শুরু করে ক্যারিয়ার প্রসঙ্গে নানা কথা বলেন জয়া। এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কখনোই ভাবিনি অভিনেত্রী হব। সেই ইচ্ছেও ছিল না। হঠাৎ বুঝলাম, অভিনয় আমাকে আনন্দ দিচ্ছে, মুক্তি দিচ্ছে। তাই সেটা আঁকড়ে ধরলাম। তবে এটাকে জীবিকার মাধ্যম করে রাখতে চাই না। আমি আরও সিলেক্টিভ হতে চাই। বছরে এক বা দুইটা কাজ করলেই যথেষ্ট। জীবনটাকে উদ্?যাপন করতে চাই।

জনতা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
জেনারেল হাসপাতাল রোড, বিএডিসি'র সামনে, মেহেরপুর
ডাঃ ফারহানা ফেরদৌসী
নবজাতক, শিশু, কিশোর ও কিশোরী রোগ বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখেন : প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত।
ডাঃ মোঃ মাহমুদুর রহমান (শিমুল)
রক্তনালী (শিরা), হৃদরোগ, বক্ষব্যাধি, জেনারেল সার্জারী বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
ডাঃ মোছাঃ সাদিয়া আফরিন (সোমা)
স্ত্রী, প্রসূতি ও বন্ধ্যাত্ব রোগ চিকিৎসক সার্জন
ডাঃ মোঃ আফজালুর রহমান সিদিকী (মুকুল)
চর্ম, যৌন ও এলার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ

রাজশাহী ডায়াগনস্ট্রিক সেন্টার
জেনারেল হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর
সিরিয়াল : ০১৭৯২-১০৭৯৫০, ০১৭১৪-৮০৮৬১১
ডাঃ ফাতেমা জান্নাত
এমবিবিএস (ঢাকা) সিএমইউ আল্ট্রা, পিজিটি (শিশু), মেডিসিন ও গাইনী
মেডিকেল অফিসার, রাজশাহী ডায়াগনস্ট্রিক সেন্টার, মেহেরপুর।
রোগী দেখেন : প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২টা ও বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৮ টা।
ডা রবিউল ইসলাম আবির
এমবিবিএস (ঢাকা) সিএমইউ আল্ট্রা
রোগী দেখেন : প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮ টা।
ডাঃ ফরহাদ পারভেজ
মেডিকেল অফিসার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল
রোগী দেখেন : প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে রাত ৮ টা।
ডাঃ আকতার উজ্জামান
এমবিবিএস, ডিএমসি, ডিএমইউ(আল্টা)
রোগী দেখেন : প্রতিদিন সকাল ১০ - দুপুর ১ টা ও বিকাল ৪টা- সন্ধ্যা ৭ টা।

মাইক্রোপ্যাথ ল্যাব
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর।
মোবাইল: ০১৭২৬-৪০৫৩০৪, সিরিয়াল: ০১৭৮৮-২২১৩০৫
ডাঃ সোনিয়া আহমেদ
গাইনী ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
ডাঃ মোঃ শাহিদুল ইসলাম (শাহিদ)
মেডিসিন, হৃদরোগ (হার্ট), বাতজ্বর ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান
মেডিসিন ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শাহারিয়া শায়লা
গাইনী, প্রসূতি, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

কাফুর
ড্রিংকিং ওয়াটার
বিশুদ্ধ পানির বিশ্বস্ত নাম
হোটেল বাজার,
যাদবপুর রোড, মেহেরপুর
বিনামূল্যে হোম ডেলিভারি সুবিধা!
সরাসরি ঘরে পৌঁছে দিন বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তা
RO ফিল্টার প্রযুক্তিতে বিশুদ্ধকর
স্বাস্থ্যসম্মত বোতল
দ্রুত সরবরাহ
আজই অর্ডার করুন!
ডেলিভারি হটলাইন:
০১৯২৩-১২১২৯১
০১৯২৩-১২১২৯৮
অফিস যোগাযোগ: ০১৯২৩-১৩১৩৫৪

করবি ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
সততা সুপার মার্কেট (হাজি ইছার উদ্দিনের মার্কেট)
বামুন্দি বাজার, গাংনী, মেহেরপুর। সিরিয়াল : ০১৭০৮-১৩১৮১৩
ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
নিউরো মেডিসিন ও উচ্চ রক্ত চাপ ডায়াবেটিস,স্ট্রোক প্যারালাইসিস রোগের চিকিৎসা।
রুগী দেখেন: প্রতি বুধবার দুপুর ২ টা থেকে রাত ৮ টা।
ডাঃ ঈশরাত জেরিন (ইভা)
বন্ধ্যাত্ব, ঋতু স্রাব, অনিয়মিত মাসিক, গর্ভবতি মা ও শিশু, স্ত্রী ও প্রসুতি রোগে অভিজ্ঞ
এমবিবিএস, পিজিটি (গাইনী এন্ড অবস) , সিএমইউ (আল্ট্রা), স্ত্রী ও প্রসুতী রোগের বিশেষ অভিজ্ঞ
রুগী দেখেন: প্রতি সোমবার দুপুর ২:০০ টা থেকে রাত ৮ পা পর্যন্ত

রবিউল ইসলাম মেমোরিয়াল হাসপাতাল
গাংনী হাসপাতাল বাজার, গাংনী, মেহেরপুর।
মোবাইল ০১৭৬৬-৪৮৭৪০৯, ০১৭৬৮-৩৭৭১৯১, ০১৭৪০-৩৮৮৭৮৯
যে সকল ডাক্তারগণ নিয়মিত সেবা প্রদান করছেন
ডাঃ বি ডি দাস (পিকলু)
এম. বি. বি. এ. বি. সি. এস (স্বাস্থ্য), সি. এস. ইউ (আল্ট্রাসনো)
বাত ব্যাথ্যা, শিরা ও সার্জারী রোগের চিকিৎসক।
রোগী দেখার সময় : প্রতিদিন বেলা ২ টা হতে সন্ধ্যা ৭ টা।
ডা. মো: আব্দুল আল মারুফ
এমবিবিএস (রাজ) বিসি্সে স্বাস্থ্য,এফসিপিএস(শিশু) শেষ পর্ব, এমএস শিশু. সার্জরী কোর্স বিএসএমএম ইউ, সিসিডি বার্ডেম, পিজিপিএন, শিশু পুস্টি (বোস্টান ইউনিভূরসিটি আমেরিকা)
রোগী দেখার সময় : প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা
ডাঃ ইসরাত জেরিন ইভা
এম. বি. বি. এস. পি. জি. টি (গাইনী অ্যান্ড অবস্) , সি. এম. ইউ (আল্ট্রা)
গাইনী প্রসুতি মেডিসিন রোগের চিকিৎস, (আবাসিক মেডিকেল অফিসার)
রোগী দেখার সময় : প্রতিদিন সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৫ টা।
পুস্টিবিদ: তরিকুল ইসলাম
বিপিএচি(নিউট্রিশন).এমপি এইচ(নিউট্রিশন), সিএমইউ এন্ড ডিএমইউ (আল্ট্রা), ডিপ্লমা ইন মেডিকেল ফ্যাকালটি, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসুমহ : বিষেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ, কম্পিউটারাইজড প্যাথলজী, ডিজিটাল আলট্রাসনোগ্রাফী,হরমোন পরীক্ষা, ইসিজি এক্স-রে ও স্বল্প খরছে অপারেশন করা হয়

মুক্তি ডায়াগনস্টিক সেন্টার
গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ রোড, গাংনী, মেহেরপুর।
ডা: মো: মাহবুবুর রহমান
মেডিসিন, ডায়াবেটিস, এ্যাজমা, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখেন প্রতি শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
ডা: আলাউদ্দিন- আল আজাদ
হাড় জোড়া, বাত ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, মাজা ব্যথা, শিরা রোগ বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখেন প্রতি সোমবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত
ডাঃ শিমু সাহিদা শাপলা
গাইনী,প্রসূতি ও স্ত্রী রোগবিশেষজ্ঞ
ডা: এস.এম. মঞ্জুরুল আলম
হাড় জোড়া, বাত ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, শিরা রোগ বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখেন প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

মেসার্স রুশি ফার্মেসী
প্রোপাইটার মোঃ রিনু
এখানে সকল প্রকার দেশি-বিদেশি ঔষধ সুলভ মূল্যে বিক্রিকরা হয়।
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল গেট
মেহেরপুর
মোবাইল: ০১৭১১-৩১২২৩৫, ইমেইল:rinu000974@gmail.com

বিসমিল্লাহ্ ফামেসী
প্রোঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম সেন্টু
সকল প্রকার দেশ-বিদেশী ঔষধ সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
ট্রাফিক মোড় হোটেলবাজার,মেহেরপুর
মোবাইল : ০১৭১৮-৪০৩৩৮৬

ত্রয়ী স্টোর এন্ড বুটিকস
এক্সক্লুসিভ বুটিক পোশাক
হাতে তৈরি দেশি জামাকাপড়
দেশি-বিদেশি কসমেটিকস
কুকারিজ আইটেম
কাস্টম ডিজাইন ও অর্ডার সুবিধা
মোবাইল: ০১৭১৪-৫২০০৬৭ / ০১৯১৯৬০৩৭৯৫

আল হায়াত ডায়াগনস্টিক সেন্টার
চক্রপাড়া মোড়, হাসপাতাল রোড, মেহেরপুর।
সিরিয়াল: ০১৭২২-৭৭৯৫৫০, ০১৭৫৫-৭০৬৪৬৪
ডাঃ আব্দুল্লাহ আল রশিদ
চর্ম ও যৌন রোগে অভিজ্ঞ।
ডাঃ সাজিয়া আফরিন(সিমি)
গাইনী, প্রসুতি, স্ত্রী রোগের চিকিৎসক ও সার্জন।
ডাঃএম. এম. জাহিদুল ইসলাম
উচ্চ রক্তচাপ, বাতব্যাথা, কোমর ব্যাথা, বাতজ্বর ,হাড় ব্যাথা, হাঁপানি.
ডাঃ আসাদুল্লাহ-আল-গালিব
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) এফসিপিএস- মেডিসিন (ফাইনাল পার্ট)
মেডিসিন,ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হাপানি, কোমর ব্যথা ও বাত ব্যথাবিষয়ে অভিজ্ঞ মেডিকেল অফিসার : রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
রোগী দেখার সময়ঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

মোল্লা ডায়াগনষ্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার
হাসপাতাল বাজার (পোস্ট অফিসের পশ্চিমে) গাংনী, মেহেরপুর।
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৯৮-০১০৭০৭
ডাঃ মোঃ মশিউর রহমান মোল্লা
ডাঃ মোঃ আলী হায়দার
ডাঃ মোঃ আফজালুর রহমান সিদ্দিকী (মুকুল)
ডাঃ মোঃ সেলিম উদ্দীন
ডাঃ মোঃ ফারুক হোসেন
মেডিসিন, চর্ম ও শিশু রোগে অভিজ্ঞ

নিউ স্কায়ার ল্যাব
ওয়াবদা মোড়, হাসপাতাল রোড,মেহেরপুর।
সিরিয়ালের জন্য মোবাইল নম্বর : ০১৮৫৮-৯৫৬৯৩৩
ডাঃ মোঃ মাহাফুজুল হক সরকার
মেডিসিন, নিউরো,বক্ষব্যাধি,ডায়াবেটিস,গ্যাস্টলিভার,ব্যাতব্যাথা ও মনোরোগ চিকিৎসক
এমবিবিএস(আরইউ),ডিএফএম(বিসিএমইউ),এফসিপিএস পার্ট- ১, পিজিটি(মেডিসিন), সিসিডি(বারডেম),
রুগী দেখেন : প্রতি শুক্রবার সকাল ৯ টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত
ডাঃ মোঃ রবিউল ইসলাম আবির
মেডিসিন, হৃদরোগ, উচ্চ রক্ত চাপ,ব্যাত ব্যাথা, ডায়াবেটিস,লিভার ও জন্ডিস রোগ চিকিৎসক
এমবিবিএস(ঢাকা) সিসিড বারডেম, সিএমইউ(আল্ট্রা)
রুগী দেখেন :প্রতিদিন সকাল ১০ টা হইতে দুপুর ২টা, বিকাল ৩ ট হতে রাত্রী ৮ টা।
ডাঃ তাসমেরী নাহার
স্ত্রী, প্রসূতি ও গাইনী রোগ চিকিৎসক , এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
রুগী দেখেন : প্রতিদিন বিকাল ৩ টা হইতে রাত্রী ৮ টা।
ডা: সেজুঁতি মেহেতাজ
নি:সন্তান, বন্ধ্যাত্ব,গর্ভকালীন বিভিন্ন সমস্যা, শিশু ও গাইনী রোগের চিকিৎসক
এমবিবিএস(রাজশাহী),বিসিএস (স্বাস্থ্য)
রুগী দেখেন: প্রতিদিন বিকাল ৩ টা হইতে রাত্রী ৮ টা।
ডাঃ ফরহাদ পারভেজ
মেডিসিন, বাতজ¦র,উচ্চ রক্তচাপ, ব্যাত ব্যাথা রোগের চিকিৎসক
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
রুগী দেখেন: প্রতিদিন বিকাল ৩ টা হইতে রাত্রী ৮ টা।

হৃদয়ে লাল সবুজ
আমাদের সূর্যোদয়
মেহেরপুর, রোববার, ২০ জুলাই ২০২৫ ইং

স্বাস্থ্যসেবায় গাফিলতির শিকার আর কত রাশিয়া খাতুন?

মেহেরপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব এন্ড হাসপাতালে রাশিয়া খাতুন নামের এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি কেবল একটি দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা নয়; এটি আমাদের দেশের বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের নৈতিক ও পেশাগত দুর্বলতার একটি প্রতিচ্ছবি। রাশিয়া খাতুনের মৃত্যুর পেছনে চিকিৎসা-ব্যবস্থার কোথায় গাফিলতি ছিল, তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের আওতায় আসেনি। তবে পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, অস্ত্রোপচারের সময় যথাযথ অ্যানেস্থেশিয়া ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুর পর হাসপাতালের দায়িত্বহীন আচরণ, এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা ছাড়াই রোগীকে কুষ্টিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত, এসবই গভীর উদ্বেগের বিষয়। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ঘটনার পর সাংবাদিকদের তথ্য জানতে দেওয়া হয়নি। হাসপাতালের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। প্রশ্ন জাগে রোগী ও স্বজনের প্রতি এই ব্যবহার কতটা মানবিক বা পেশাদার? এ ধরনের ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। দেশের নানা প্রান্তে, বিশেষত ছোট শহর ও উপজেলা পর্যায়ে গড়ে ওঠা অনেক বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতাল প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, দক্ষ চিকিৎসক বা জবাবদিহিমূলক কাঠামো ছাড়াই স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। এতে করে চিকিৎসার নামে অবহেলা, ভুল চিকিৎসা বা মৃত্যুর ঘটনা বারবার ঘটছে। স্বাস্থ্য খাত কেবল ব্যবসায়িক মুনাফার জায়গা নয় এটি মানবিকতা, দক্ষতা ও নৈতিকতার মেলবন্ধন। প্রতিটি রোগীর জীবন যেমন মূল্যবান, তেমনি প্রতিটি চিকিৎসকের পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতাও অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজন হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। রাশিয়া খাতুনের মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনা যেমন জরুরি, তেমনি সামগ্রিকভাবে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের গুণগত মান, নিরাপত্তা, এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। এই মৃত্যুই যেন আর একটি সংখ্যায় পরিণত না হয়, সেটাই আমাদের কাম্য।

ডাঃ বেলাল হোসেন সুমনের বিরুদ্ধে

থাকি, তারপর আবার ব্যথা শুরু হয়। এখন পুরো শরীর ফুলে গেছে।” ধলা গ্রামের আবেদ আলী অভিযোগ করেন, “দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিচ্ছি, কোনো উন্নতি নেই। বরং শরীরে নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে।” বেলতলা পাড়ার ৬৫ বছর বয়সী আমিনা বেগম জানান, “প্রতি সপ্তাহে ইনজেকশন দিচ্ছেন, কিন্তু ব্যথা কমেনি। এখন খাওয়ার রুচি নেই, মাথা ঘোরে, প্রেসারের রোগী হয়ে গেছি।” এই ব্যাপারে জানতে ডাঃ বেলাল হোসেন সুমনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমি এখন ব্যস্ত আছি।” মেহেরপুর জেলা সিভিল সার্জন জানান, “এই ধরনের ওষুধ প্রয়োগের নিয়ম রয়েছে। সাধারণ চিকিৎসায় এদের ব্যবহার পুরোপুরি অযৌক্তিক ও চিকিৎসা নীতির পরিপন্থী।” মেহেরপুর বিএমএ সভাপতি ডাঃ আব্দুস সালাম বলেন, বিএমডিসি স্বীকৃত নয় এমন কোনো ডিগ্রি প্রেসক্রিপশনে লেখা বেআইনি। খুব দ্রুত এই বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জানানো হবে।”

মুজিবনগরের নাম মুক্তিনগর করা হোক

পারতো। মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক মোঃ আমজাদ হোসেন,গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, সাধারন সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, জামায়াত নেতা জিল্লুর রহমান, এনসিপি নেতা মুজাহিদ হোসেন প্রমুখ।

মেহেরপুরে সাহসের স্মৃতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। মেহেরপুর শিক্ষা অফিসার মো: হযরত আলী জানান, এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল তরুণ প্রজন্মের কাছে গত বছরের গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য ও আত্মত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, “গত বছরের ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে চলা গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সাহসী এই আন্দোলনের চেতনা ছড়িয়ে দিতে আমরা আজকের এই আয়োজন করেছি।” গ্রাফিতি ও চিত্রাংকন চলাকালীন বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সরকার মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন, জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. শামীম হোসেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক হাসানুল হক, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম। এতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. শামীম হোসেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম, মীর রওশন মনা এবং আরিফুল ইসলাম।প্রতিযোগিতার সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর। জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ‘খ’ গ্রুপে প্রথম হয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দ্বিতীয় হয়েছে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, তৃতীয় হয়েছে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ। ‘ক’ গ্রুপে প্রথম হয়েছে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দ্বিতীয় হয়েছে মহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং তৃতীয় হয়েছে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। বিজয়ীদের পুরুস্কার হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

সবুজ মেহেরপুর গড়তে ‘কাম ফর

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সমন্বয়ক মামুন অর রশিদ বিজন, সিনিয়র উপদেষ্টা কায়েস মাহমুদ, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর তুহিন খান, সদর উপজেলা জোন সমন্বয়ক হাসানুজ্জামান হাসান এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। স্থানীয় বাসিন্দারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকরা জানান, এই কার্যক্রমের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বাড়বে। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এই উদ্যোগ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য মেহেরপুর গঠনে সহায়ক হবে।

জামায়াত আমির

লড়াইয়েও আমরা ইনশাআল্লাহ জয়লাভ করবো।” বক্তব্যের শুরুতেই সমাবেশে যোগ দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা তিনজন কর্মীর জন্য শোক ও দোয়া প্রকাশ করেন জামায়াত আমির বলেন, “আজকের সমাবেশের আয়োজন করতে গিয়ে, এখানে আসতে গিয়ে আমাদের তিন ভাই ইন্তেকাল করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাদের জান্নাত দান করেন এবং তাদের পরিবারকে ধৈর্য ধরার তাওফিক দেন।” ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে তিনি ২০১৩ সালের আন্দোলনের সময়কার শহীদদের স্মরণ করে বলেন, “আবু সাঈদরা যদি না দাঁড়াতেন, যদি তারা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ না করতেন, তাহলে আজ যেসব মানুষ বিভিন্ন দাবিদাওয়া করছেন, তাদের কণ্ঠস্বর কোথায় থাকত? তাই আমাদের সেই প্রিয় শহীদদের অবমূল্যায়ন করা যাবে না। অহংকার করা যাবে না। কোনো রাজনৈতিক দলকে অপমান করা যাবে না। যদি কেউ তা করে, তবে তাদের মধ্যে ফ্যাসিবাদের বীজ রোপিত হয়েছে।” সমাবেশে কেন্দ্রীয় ও মহানগর পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা সরকারের দুর্নীতি, দমননীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দাবিও জানান। বিশ্লেষকদের মতে, এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে জামায়াতে ইসলামী একদিকে যেমন তাদের সাংগঠনিক সক্ষমতা ও মাঠের উপস্থিতি জানান দিল, অন্যদিকে ভবিষ্যতের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকারও বার্তা দিল।

এসএসসি কৃতী শিক্ষার্থীদের

অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি শাহাজাহান সেলিম।

নারী: সুবিধাভোগী নাকি উন্নয়নের নির্মাতা?

উম্মে তানিয়া অনুরাগী

বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রা আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সাফল্য, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই সামাজিক সূচক অর্জনড়সব মিলিয়ে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে জাতি। কিন্তু এই উন্নয়নযাত্রার নেপথ্য শক্তি হিসেবে নারীর ভূমিকা কতটা স্বীকৃতি পেয়েছে? ঐতিহাসিকভাবে, উন্নয়ন ভাবনায় নারী প্রায়শই অনুপস্থিত থেকেছেন। তাদের অবদানকে দেখা হয়েছে মূলত ‘সুবিধাভোগী’ হিসেবে, যেন উন্নয়ন পরিকল্পনার সুবিধা তারাই সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতায় নারীর ভূমিকা ছিল নেতৃত্বমূলক এবং অনেক সময় ‘রাষ্ট্রের হাত পৌঁছায়নি’ এমন জায়গায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র বাহকও ছিলেন নারীরা। ১৯৭০-এর দশকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মী হিসেবে নারীদের নিয়োগ শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেনি, বরং স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভনিরোধ, শিশু টিকাদান প্রভৃতি কার্যক্রমে সামাজিক স্বীকৃতি ও আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীদের তৈরি করেছে কার্যকর বাহক। তাঁরা হয়ে উঠেছেন সমাজের চোখে রোল মডেল বিশেষত যুবতী ও কিশোরীদের জন্য। আশির দশকে টিকাদান কর্মসূচি, এবং নব্বই দশকে নারী শিক্ষকের কোটা ও বৃত্তি চালু করে মেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এসব ছিল নারীর অন্তর্ভুক্তির সুচিন্তিত প্রচেষ্টা, যা একটি প্রজন্মে পরিবর্তনের বীজ বপন করে। এই অন্তর্ভুক্তির ফলে নারীর গড় আয়ু বেড়েছে, সন্তান জন্মের হারহ্রাস পেয়েছে, এবং অধিকাংশ নারী এখন মনে করেন তারা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশ নিতে সক্ষম। এসব পরিবর্তন নারীর উন্নয়নের বহিঃপ্রকাশ হলেও, এই উন্নয়নকে ‘ক্ষমতায়ন’ বলা যায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না যদি আমরা দেখি আজও অধিকাংশ নারী শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারেন না, বাল্যবিবাহ একটি বড় সামাজিক সমস্যা, এবং অনেক নারী এখনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছেন। নারীর কাজ ও জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নেই, নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে, এবং সমাজে গড়ে ওঠা কাঠামোগত বৈষম্য নারীর ক্ষমতায়নের পথে বড় বাধা। তবু অগ্রগতি অস্বীকার করা যায় না। আজকের কিশোরী মেয়ে জানে, সে চাইলেই পড়তে পারে, আয় করতে পারে, এমনকি নেতৃত্বও দিতে পারে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন ‘বালিকা’ ও ‘কিশোরী কণ্ঠ’, নারীর মধ্যে সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ, নগদ সহায়তা, বৃত্তি প্রভৃতি নারীর উন্নয়নে সরাসরি অবদান রেখেছে। তাই বলা যায় নারী শুধু সুবিধাভোগী নন। তারা বাংলাদেশ উন্নয়নের নির্মাতা। কিন্তু এই নির্মাতা ভূমিকার পূর্ণ স্বীকৃতি এখনো দেওয়া হয়নি। এখন প্রয়োজন নারীর অন্তর্ভুক্তিকে পরিণত করা ইতিবাচক ক্ষমতায়নেড়যেখানে নারী কেবল কর্মী নয়, সিদ্ধান্তদাতা, নীতিনির্ধারক এবং নেতৃত্বদানকারী হয়। উন্নয়ন তখনই টেকসই হয়, যখন তা সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। নারীর সমান অংশগ্রহণ ছাড়া সেই সাম্য সম্ভব নয়। নজরুল ইসলাম যেমন বলেছিলেন, “বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।” এই সত্যকে কেবল কাব্যিক উচ্চারণে সীমাবদ্ধ না রেখে, নীতির ভিত্তি করাই হবে সময়ের দাবি। (শিক্ষক ও নারী উদ্যোক্তা)

সন্তান প্রতিপালনে অগ্রাধিকার পাক সততার শিক্ষা ও মূল্যবোধ

শায়খ আহমাদুল্লাহ

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ও অমূল্য সম্পদ হলো সন্তান। প্রতিটি মা-বাবারই ইচ্ছা থাকে, তাদের সন্তান যেন চক্ষু শীতলকারী হয়ে উঠুক একজন সৎ, দায়িত্বশীল ও সম্মানিত মানুষ। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। আমরা মুখে বলি ‘আমার সন্তান হবে আদর্শবান’, কিন্তু সেই আদর্শে গড়ে তোলার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা করি না। অনেক সময়ই আমরা আমাদের সন্তানদের এমন পথে ঠেলে দিই, যেখানে তারা নিজে ও সমাজের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। পবিত্র হাদিসে রাসুল (সা.) স্পষ্ট বলেছেন, ‘প্রত্যেক সন্তান ইসলামি স্বভাব নিয়ে জন্ম নেয়। এরপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী বানায়’ (সহিহ বুখারি)। অর্থাৎ সন্তান গড়ার মূল দায়িত্ব শুধু শিশুর নয়, তার অভিভাবকের। কিন্তু আমাদের আজকের সমাজে দেখা যায়, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, ইমান ও আত্মপরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই, কিভাবে আমাদের সন্তানরা বিকৃত চরিত্রের হয়ে উঠছে। সন্তানের ক্যারিয়ার ও জিপিএ-৫ অর্জনকে যেন জীবনসফলতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে দেখছি আমরা। পরীক্ষায় ভালো ফল হওয়াটা অবশ্যই খুশির বিষয়। কিন্তু এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন সন্তানের চারিত্রিক উন্নয়ন। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজের প্রতিযোগিতার অন্ধকারে সন্তানদের সত্যিকার মূল্যবোধ শেখানো প্রায় ভুলে গেছি। প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর যেমন একটা অস্বাভাবিক উন্মাদনা দেখা যায়, তা আমাদের সমাজের ভোগবাদী ও বস্তুবাদী মনোভাবেরই প্রমাণ। এমনকি অনেক সময় মিডিয়াও এই উন্মাদনাকে বাড়িয়ে তোলে। ফলাফল ভালো হওয়ায় যেন সারা শহর মিষ্টিতে ভাসে, দোকানে মিষ্টি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তাতে আমরা কি পারি সন্তানের চরিত্রের উন্নতি মাপতে? এই প্রচন্ড উৎসবের কারণে অনেক শিক্ষার্থী যারা ভালো করতে পারেনি, তাদের মনে হতাশা, হীনমন্যতা তৈরি হয়। অনেকে সেই হতাশায় আত্মহত্যার মতো ভয়ানক পথ বেছে নেয়। এর পেছনে বড় দায় রয়েছে অভিভাবকদের, যারা সন্তানদের একটি কঠোর প্রতিযোগিতার বাজারে ছুঁড়ে দেন অথচ তাদের মানসিক ও নৈতিক প্রস্তুতি দেন না। আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বা ভালো নম্বর পাওয়া ছাড়া কিছু বড় নয় মনে হয়। অথচ জীবনে একজন মানুষ সফল হয় তার সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও কর্মমুখী চরিত্র দ্বারা। কিন্তু বর্তমান সমাজে সৎ কাজের মূল্যায়ন প্রায় নেই বললেই চলে। সন্তানের সততা, সুযোগ থাকা সত্বেও ঘুষ না নেওয়া কিংবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এসব গুণের জন্য কেউ কখনো মিষ্টি বিতরণ করেছে? নতুবা উচ্ছ্বাস দেখিয়েছে? জিপিএ-৫ পাওয়া থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই গুণগুলো। এমনকি অনেক অভিভাবক সন্তানকে নকল করতেও উৎসাহ দেন। পাশের ছাত্রের খাতা দেখে লিখতে না পারলে শিশুকে শাস্তি বা ভর্ৎসনা দেয়া হয়। এই মনস্তত্ত্ব আমাদের সন্তানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতি। এতে সৎ ও নৈতিক ব্যক্তি হওয়ার পরিবর্তে তারা হয় ভয়ভীতি ও চাপমুক্ত একটা সাফল্যের স্বপ্নপূরণে অধৈর্য। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ আমাদের বলে দিয়েছেন যে, প্রকৃত সফলতা শুধু এই দুনিয়ায় অর্জিত সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সফলতা হলো সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে (আলে ইমরান: ১৮৫)। এজন্য সন্তানদের শুধু পরীক্ষা বা ক্যারিয়ার নয়, আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীতেও গড়ে তোলা জরুরি। আমরা সবাই ছোটবেলায় মা-বাবার শাসন, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় বড় হয়েছি। আজও সেই শাসন আমাদের জীবনের পথে আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখনকার অনেক অভিভাবক পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব ও আধুনিকতাবাদের নামে সন্তানদের শাসন কমিয়ে দিয়ে তাদের অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিচ্ছেন, যা সন্তানের বিকৃত মনোবৃত্তির জন্ম দিচ্ছে। অধিকাংশ সন্তানই হয়ে উঠছে আত্মকেন্দ্রিক, স্বেচ্ছাচারী, অসংযত ও দায়িত্বশীলতার অভাবে ভুগছে। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়েই আমরা তার প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। ভবিষ্যতে যদি আমরা এই অবস্থা থেকে না ফিরে আসি, সন্তানদের আত্মপরিচয়, সততা ও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদের সমাজ ও জাতির জন্য মারাত্মক বিপদ অপেক্ষা করছে। অতএব, আমরা প্রতিটি অভিভাবক ও শিক্ষাব্যবস্থাকে আহ্বান জানাই সন্তানের কেবল পড়াশোনার সফলতা নয়, চরিত্র, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্বশীলতা শেখানোকে অগ্রাধিকার দিন। সততা ও ভালো চরিত্র গড়ে তোলা হবে আমাদের সন্তানদের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন ও সাফল্য। তাহলেই আমরা সমাজে একটি প্রকৃত সুখী ও শান্তিময় পরিবেশ দেখতে পাবো। সেই সুস্থ, প্রগতিশীল ও নৈতিক সমাজ গড়তে হলে আজই থেকে সচেতন হই, আমাদের সন্তানদের জীবনে সততার শিক্ষা দিতে এগিয়ে আসি।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এ.কে.এম শফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন ও পরিচালনা কমিটির সদস্য আব্দুর রকিব।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রোমানুল হক। বক্তারা বলেন, “একটি ভালো ফলাফল শুধু একজন শিক্ষার্থীর নয়, বরং পুরো বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্মান বহন করে। এই কৃতী শিক্ষার্থীরা জাতির ভবিষ্যৎ। তারা যেন এগিয়ে যেতে পারে, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।” অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। শেষপর্বে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা স্মারক, পুরস্কার ও মিষ্টান্ন তুলে দেওয়া হয়।

ছাত্রদলের দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই তাদের এই উদ্যোগ। ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ জানান, এই মিলাদ মাহফিল মাসব্যাপী ঘোষিত কর্মসূচির অংশ। তারা বলেন, “গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদরা দেশের গণতন্ত্র ও ন্যায়ের জন্য জীবন দিয়েছেন। তাদের ত্যাগ ও সাহসিকতা আমাদের অনুপ্রেরণা।” শেষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে অবসরপ্রাপ্ত সেনা

এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ক্যাপটেন (অব.) আব্দুল মালেক, সার্জেন্ট (অব.) বদরুজ্জামান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাবেক কর্পোরাল রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্যরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকলেও তাদের অভিজ্ঞতা, দেশপ্রেম এবং শৃঙ্খলা এখনো সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সভায় সংগঠনের আর্থিক প্রতিবেদন পেশ, সদস্যপদ নবায়ন, স্বাস্থ্য সেবায় সহায়তা, যুব প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, ও দুঃস্থ সেনা সদস্যদের পাশে দাঁড়ানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সভা শেষে আগত সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি ও পারস্পরিক যোগাযোগ সুদৃঢ় করতে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্যদের কল্যাণে নিয়মিত কর্মসূচি গ্রহণ ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

মির্জা ফখরুল

ক্লাবের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় রাজনৈতিক অঙ্গনের নানা নেতাকর্মী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, “আমরা দেখতে পাচ্ছি, যত সময় যাচ্ছে, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, বারবার গণতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ করেছে, তারাই এখন আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। এরা ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার অপচেষ্টা করছে।” তিনি হুঁশিয়ার করে বলেন, “ছিনতাই ও মবোক্রেসি (জনতার নামে সন্ত্রাস) আজ ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতি খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। জনগণ আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, গণতন্ত্র আজ হুমকির মুখে।” বিএনপি মহাসচিব বলেন, “রাজনীতির সংকট নিরসনে বিএনপি-ই প্রথম সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে, ঐক্যের ডাক দিয়েছে। এখন দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের। আমাদের দাবিড়্যত দ্রুত সম্ভব রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসে সমস্যা চিহ্নিত করুন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের রোডম্যাপ দিন। বিলম্ব না করে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিন, যাতে জাতি একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব বেছে নিতে পারে।” তিনি আরও বলেন, “এই মুহূর্তে আমাদের সামনে একটি বড় সুযোগ এসেছে। এটিকে কাজে লাগাতে না পারলে দেশ বহু বছর পিছিয়ে যাবে। আমরা আর চাই না তরুণরা রাজপথে জীবন দিক, আর চাই না আন্দোলনের নামে সহিংসতা হোক। এ সুযোগ হাতছাড়া করা মানে গণতন্ত্রের পথ আরও দীর্ঘ করে দেওয়া।” ড: মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, “এই সরকারের উচিত সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় ঐকমত্যের রূপরেখা দেওয়া, যাতে সব পক্ষ একসঙ্গে দেশ গড়ার পথে এগোতে পারে। আমরা চাই এমন একটি সিদ্ধান্ত আসুক, যাতে কেউ আর ফ্যাসিবাদের কাছে এই দেশকে বন্দি করে না রাখে।” এ সময় তিনি সব রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আসুন, বিভক্তির রাজনীতি বাদ দিয়ে দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করি। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের হাতে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা ফিরিয়ে দিই। এটাই এখন সময়ের দাবি।” আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, সিনিয়র আইনজীবী, সাবেক আমলা ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ। তারা সবাই দেশের চলমান অস্থিরতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নিরসনে একটি জাতীয় সংলাপ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

গাংনীতে বামন্দী বাজারে কর্মচারীদের

পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, “মেহেরপুর জেলার অন্যান্য ছোট-বড় বাজারে সপ্তাহে একদিনড়শুক্রবারড়বাজার বন্ধ থাকে। কিন্তু বামন্দী বাজারে ওইদিন বড় হাট বসে, কেনাবেচাও বেশি হয়। ফলে ব্যবসায়ীরা শুক্রবার দোকান খোলা রাখেন। বিকল্প হিসেবে শনিবার বাজার বন্ধ রাখা যেতে পারে। প্রত্যেক কর্মচারীর পরিবার রয়েছে। তাদের সপ্তাহে অন্তত একদিন ছুটি না থাকলে সেটা অমানবিক।” কর্মচারীদের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হালিম বলেন, “সপ্তাহে সাত দিন কাজ করি। নিজেদের সময় দিতে পারি না, পরিবারকে কীভাবে সময় দেব? আমরা দাবি জানাচ্ছি, অন্তত একদিন ছুটি দিতে হবে।” তিনি আরও জানান, আগামী সাত দিনের মধ্যে বাজার কমিটি ছুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত না জানালে তারা পরবর্তী সপ্তাহে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন মিরর বিডির সুমন, বামন্দী বাজারের শাওন, আমিনুলসহ অনেকে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলি চালানো

পরিস্থিতি মোকাবিলার সিদ্ধান্ত শুধু অমানবিকই নয়, এটি সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।” সংবিধান অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভ এবং ন্যায়সংগত প্রক্রিয়ায় বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যা এই ঘটনায় লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ করে সংগঠনটি। এইচআরএফবির দাবি, শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশে অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ এবং প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের যে কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, তা রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতার ঘাটতির স্পষ্ট উদাহরণ। তারা আরও বলেছে, “এ ধরনের সহিংস প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে এবং নাগরিকদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে দেয়।” ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জনতার দিকে গুলি ছুড়ছেন। যদিও পুলিশের মহাপরিদর্শক দাবি করেছেন, গোপালগঞ্জে পুলিশ কোনো মারণাস্ত্র ব্যবহার করেনি। অপরদিকে, আইএসপিআরের পক্ষ থেকে বলা হয়, আত্মরক্ষার্থে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। তবে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এইচআরএফবি দ্রুত একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি, নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, “আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব হলো জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনজীবনে আস্থা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু বরং গুলি চালিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে তা আরও বিপর্যস্ত করা হয়েছে।” মানবাধিকার কর্মীদের মতে, বলপ্রয়োগের মাত্রা সব সময় সংযত ও আনুপাতিক হওয়া উচিত। প্রাণঘাতী অস্ত্র কেবলমাত্র তখনই ব্যবহারযোগ্য যখন প্রাণহানি অনিবার্য এবং প্রতিরোধের আর কোনো উপায় না থাকে। গোপালগঞ্জের ঘটনায় এসব নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সংগঠনটি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রাজনৈতিক সমাবেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকার পূর্ণ পর্যালোচনার আহ্বান জানায়।

২০ জুলাই : দেশজুড়ে কারফিউ জারি

বিকেএমইএ ও বিটিএমএ ২১ জুলাই থেকে সারাদেশে পোশাক কারখানা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়।

২০ জুলাই তৃতীয় দিনের মতো সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ সেবা বন্ধ রাখে সরকার। কারফিউ চলার সময় সারাদেশে যানবাহন চলাচলও বন্ধ থাকে। এদিন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অন্তত ৩৭ জন নিহত হন। এর মধ্যে ঢাকায় দুই পুলিশসহ ২৫ জন নিহত হন। এ ছাড়া ময়মনসিংহ ও সাভারে ৪ জন করে, গাজীপুরে ২ জন এবং নরসিংদীতে ২ জন নিহত হন। (সূত্রঃ দৈনিক আমাদের সময়, ২১ জুলাই,২০২৪)

শুক্রবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে রাজধানীর খিলগাঁও থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে বিএনপি-জামায়াত এবং তাদের সমর্থক সন্ত্রাসীরা জ্বালাও- পোড়াওসহ সহিংসতা চালাচ্ছে।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাধিক সমন্বয়ক বলেন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তাদের ব্যানার ব্যবহার করে কেউ যদি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে চায়, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাতে চায়, তাহলে এটা তারা সমর্থন করবেন না।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার দমন-পীড়ন চালিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না।’

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘কোটা আন্দোলনে ভর করে বিএনপি জামায়াত দেশের মানুষকে জিম্মি করার চেষ্টা করছে।’

২০ জুলাই রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, নিউমার্কেট, সায়েন্সল্যাব, উত্তরা, মেরুল বাড্ডা ও মিরপুরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে বিক্ষোকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। এই সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন নিহত এবং অন্তত ৯০ জন আহত হন।

মিরপুরে সংঘর্ষ চলাকালে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পিকেটার ও পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। এ সময় মেট্রোরেলের কাজীপাড়া স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। জননিরাপত্তার স্বার্থে মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে ও মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার বন্ধ ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

কারফিউ জারির কারণে রাজধানীর প্রধান বিপণিবিতান ও প্রধান সড়কের পাশের দোকানপাট বন্ধ ছিল। সড়কে মানুষের উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম।

জননিরাপত্তায় জারি করা কারফিউ কেউ অমান্য করলে এক বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হবে বলে ডিএমপি’র গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

এদিন গভীর রাতে মিন্টো রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন সমন্বয়কের সঙ্গে বৈঠক করেন সরকারের মন্ত্রীরা। এ সময় তারা সরকারের কাছে আট দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই আট দফা দাবি মানলেই কেবল কোটা সংস্কারের এক দফা দাবি বিষয়ে আলোচনা করতে সম্মত হবে বলে জানান তারা।

বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, ‘আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেসব দাবি করেছেন, তা যৌক্তিক এবং সমাধানযোগ্য।’

২০ জুলাই রাজধানীতে সহিংসতা ঠেকাতে র‍্যাবের হেলিকপ্টার টহল অব্যাহত ছিল। রাজধানীর বঙ্গভবন, গণভবন, বেতার ভবন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা অধিদপ্তর, সাব-অফিস, থানা ভবন, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বাসভবন, সারাদেশের কারাগারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ব্যক্তিদের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশ চেকপোস্ট বসায়। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাছ থেকে কারফিউ পাস নিয়ে জরুরি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা বাইরে বের হতে হয়।

উত্তাল ইবি ক্যাম্পাস

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে প্রশাসনকে জানালেও উদ্ধার করতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় নেয় কর্তৃপক্ষ। পুলিশ ও চিকিৎসাসেবা পেতে বিলম্ব হয়। ঘটনাস্থলে কোনো অ্যাম্বুলেন্স বা চিকিৎসক না থাকায় অবশেষে তারা নিজেরাই মরদেহ ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যান। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, মৃত্যুর প্রায় দুই ঘণ্টা পরও ঘটনাস্থলে হাজির হননি প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা কিংবা হল প্রশাসনের কেউ। তারা আরও বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নেই কার্যকর সিসিটিভি ক্যামেরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার চরম ঘাটতির কারণে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসন বারবার বাজেট ঘাটতির কথা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।” এ সময় শিক্ষার্থীরা সাজিদের মৃত্যুর দ্রুত, স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ, পুরো ক্যাম্পাস সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা, আবাসিক হলে প্রবেশ-প্রস্থানের মনিটরিং ব্যবস্থা চালুসহ ৭ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবি আদায় না হলে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনসহ কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এই আন্দোলনে ছাত্রশিবির, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সংহতি প্রকাশ করে অংশ নেয়। উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আজিজুর রহমান হল সংলগ্ন পুকুরে সাজিদের মরদেহ ভেসে থাকতে দেখেন শিক্ষার্থীরা। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সাজিদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং শহিদ জিয়াউর রহমান হলের ১০৯ নম্বর কক্ষে থাকতেন। তার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলায়। ঘটনার পরপরই বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সচেতন মহল ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের দাবি জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও হল কর্তৃপক্ষ পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

ইমরান খানকে ‘ডেথ সেলে’ বন্দি

আইনজীবী কিংবা নিকট আত্মীয়দের সঙ্গেও তার দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, যা পুরোপুরি মানবাধিকারের লঙ্ঘন। পিটিআই মুখপাত্র শেখ ওয়াকাস বলেন, “যেভাবে ইমরান খানকে কারাগারে রাখা হয়েছে, তা একটি ‘ডেথ সেল’ ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি দিনভর একাকী অবস্থায় থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে।” তিনি আরও বলেন, “সরকার আদালতের আদেশও মানছে না। আদালত অনুমোদিত ছয়জন নির্ধারিত ব্যক্তির সঙ্গে ইমরান খানের সাক্ষাতের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করা হচ্ছে। এটি আদালত অবমাননার শামিল এবং বিচার বিভাগের মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।” সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি এবং বোন আলিমা খানড় কেউই ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। শুধু ইমরান খানই নন, তার দলের অন্যান্য বন্দি নেতাদের সঙ্গেও একই ধরনের আচরণ করা হচ্ছে। ওয়াকাস অভিযোগ করেন, “সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না। কারাগারে পিটিআই নেতাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডেরও লঙ্ঘন।”

এই পরিস্থিতিতে পিটিআই প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। ওয়াকাস বলেন, “আমরা প্রধান বিচারপতির প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাই, তিনি যেন অবিলম্বে এ পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেন। বিচার বিভাগের আদেশ উপেক্ষা করে সরকার যা করছে, তা শুধু আইন নয়, ন্যায়বিচারকেও পদদলিত করার সামিল।” এদিকে সংবাদ সম্মেলনে অর্থনৈতিক ইস্যুতে সরকারের ব্যর্থতা নিয়েও সমালোচনা করেন পিটিআই মুখপাত্র। তিনি বলেন, “গত ১৫ মাসে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৮২ শতাংশ, যা সরাসরি জনগণের জীবনে প্রভাব ফেলেছে। অথচ পিটিআই সরকারের আমলে এই বৃদ্ধি ছিল মাত্র ৫১ রুপি।” তিনি অভিযোগ করেন, “বর্তমান সরকার ভর্তুকি তুলে দিয়ে জনসাধারণের কাঁধে জ্বালানির খরচ চাপিয়ে দিচ্ছে। পেট্রোলের দাম ২২০ রুপিতে পৌঁছে গেছে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বহন করা অসম্ভব।” পিটিআইয়ের ভাষ্যমতে, ইমরান খানের বিরুদ্ধে চলমান দমন-পীড়ন মূলত একটি রাজনৈতিক কৌশল।